দৈনিক সংবাদ

EB 27 2001

পৃষ্ঠা … কলাম …

খুলনার রতন সেন পাবলিক লাইব্রেরি

সবাহউদ্দিন তুহিন

পাঠাগার

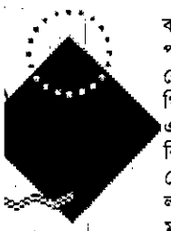

কয়েকজন লোক ভেতরে বসে পত্রিকার পাতা উলটাচ্ছে। বাইরে লাল সাইন বোর্ডের ওপর লেখা কমরেড রতন সেন পাবলিক লাইব্রেরি। খুলনা শহরের প্রাণকেন্দ্র আহসান আহমেদ রোড দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দৃষ্টি যায়। আগ্রহভরে ভেতরে গিয়ে দেখলাম কয়েকটি ভাঙা চেয়ার, দুটো টেবিল জোড়া দিয়ে একত্রিত করে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টেবিলে অতি যত্নে বিছানো হয়েছে একটি পুরনো কাপড়। অনেক আগ্রহ, শ্রম ও চেষ্টায় লাইব্রেরিটি দাঁড় করানো হয়েছে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। লাইব্রেরির বারান্দার মাটিতে বসে ছিলেন বিশাল লম্বা এক মানুষ। তিনি আগ্রহভরে আমার লাইব্রেরিতে প্রবেশ করা দেখে এগিয়ে এসে বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন, কোন সাহায্য করতে পারি? পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তিনি লাইব্রেরির দস্য সচিব এলাকার অন্যতম ব্যক্তি জনাব ছাইফুল হক ছিপু।

আমার নিত্যদিনের অভ্যাস অনেকগুলো পত্রিকা এক সাথে পড়ার। ছাত্রজীবন থেকেই ত্রকার সাথে জড়িত ছিলাম। প্রতিদিন ১৮/১৯টি পত্রিকা পড়ার সুযোগ হতো। হঠাৎ না বদলি হয়ে এসে আহসান আহমেদ রোডে উঠি কাজিন যুব উন্নয়নের উপ-পরিচালক নাব আবদুল হালিমের বাসায়। তার বাসা থেকে ৩/৪ ঘর পরেই এই লাইব্রেরি।

লাইব্রেরিটি ছোট, কিন্তু এর রয়েছে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের উপকরণ ও স্বাতন্ত্র্য। ক্ষিণাঞ্চলের কমিউনিস্ট নেতা কমরেড রতন সেনের স্মৃতিতে ভাস্বর এই লাইব্রেরি। তার স্মৃতিকে ধরে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন উত্তরসূরি উদীচী পরিবারের কয়েকজন। রা দিনরাত খেটে যাচ্ছেন লাইব্রেরিটাকে ব্যাপক জ্ঞানভাণ্ডারের উপকরণে সাজাবার ন্য। যার মাধ্যমে কাল-কালান্তরে সমাজের মানুষের মাঝে বাহিত হবে রতন সেনের বা। স্থানীয় জনসাধারণ এই লাইব্রেরির মাঝে খুঁজে পাবে রতন সেনকে।

কথা হয় লাইব্রেরি পরিচালনা পর্ষদের মোজাম্মেল হক, ছাইফুল হক ছিপু ও তারক ন্ডর সাথে। তারা জানান, ১৯৯৯ সালে লাইব্রেরি শুরু করার সময় নিজস্ব উদ্যোগ ও ক্তি সংগ্রহের বইপত্র দিয়েই এর সূচনা ঘটে। আস্তে আস্তে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যে ইব্রেরির কলেবর বৃদ্ধি পায়। আমি ১৯৯৯-এর আগস্ট মাসেও যেখানে দেখেছি ইব্রেরির জীর্ণদশা, ডিসেম্বরেই সেখানে লক্ষ্য করা যায় বিশাল সংগ্রহ ও বিস্তৃত কলেবর।

এক সময়ের তুখোড় প্রতিবাদী বাম ছাত্র নেতা জনাব ছাইফুল হকের সাংগঠনিক ৎপরতা, উদার মানসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণু মনোভাবের ফলেই এত অল্প সময়ে বৃদ্ধি য়েছে লাইব্রেরির সৌষ্ঠব, সৌকর্য ও জ্ঞানভাণ্ডার। তাকে দেখা গেছে শহরে একপ্রান্ত কে অপর প্রান্ত এবং প্রত্যন্ত স্থানে নিজের শ্রম ও বাইকের তেল পুড়িয়ে এর প্রতিষ্ঠার ছনে দৌড়াতে। দেখা গেছে বিকেলে বাজারের ব্যাগ নিয়ে লাইব্রেরিতে এসে নানা কাজ ষে রাত ১১টায় খালি ব্যাগ নিয়ে ঘরে ফিরতে। তারক কুন্ডর শ্রম, তার অসিয় হাসি, তিভা এবং সুধী মহলে তার যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক এনে দিয়েছে লাইব্রেরির দ্রুত ন্নয়ন।

এখানে যারা পড়তে আসেন তারাও পরিচালনা পর্ষদের সাথে সহায়তা করেন। জেরাই বই টেনে নিয়ে পড়েন এবং তা যথাস্থানে রাখেন। কয়েকজন পাঠককে দেখা ছে নিজেদের অধ্যয়নশেষে রাতে লাইব্রেরির জন্য কাজ করছেন। কথা হয় কয়েকজন য়মিত পাঠকের সাথে। সুব্রত সাহা খুলনা পলিটেকনিকের শিক্ষক। তিনি এই লাইব্রেরির কজন নিয়মিত পাঠক। প্রতিদিন ৩/৪ কিলোমিটার হেঁটে আসেন, পাঠশেষে ক্যাটালগ চরি করেনম কখনো বা রুটিন ওয়ার্ক দেখেন। মাঝে মাঝে নিজের টাকায় পত্রিকা কিনে ঠকদের জন্য লাইব্রেরিতে রাখেন। কেন এত দূর থেকে এখানে আসেন এ প্রশ্নের বাবে তিনি জানান, এখানে পড়ার একটা নীরব পরিবেশ বিদ্যমান। তাছাড়া পরিচালনা রিষদের আন্তরিকতায় নিজেকে এ পরিবারের একজন সদস্য বলে মনে করি। তাই দূর লেও প্রতিদিন এখানে আসি। একদিন না আসলে মনের হয় প্রাত্যহিক রুটিনের একটা ংশ বাকি থেকে গেল। অর্পনা ও লিয়ন আসেন প্রায় ২ কিলোমিটার হেঁটে। তারাও তিদিন পাঠশেষে লাইব্রেরি সাজানোর কাজে ব্যস্ত থাকেন। কলেজ পড়ুয়া বাবু নিয়মিত ম দেন এখানে। লাবণী আসেন শহরের গ্লাক্সোর মোড় থেকে। তার মতে, এখানে পড়ার কটা অনন্য পরিবেশ রয়েছে। ছোট লাইব্রেরি হলেও এখানে পত্রিকা টানাটানি করে ড়তে হয় না। গল্পের বই বাসায় নেয়া যায়। তা ছাড়া কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টির জন্য কেউ খানে মেয়েদের বিরক্ত করতে সাহস পায় না।

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী জুঁই আসে প্রতিদিন মেট্রোপলিটন পুলিশ কার্যালয়ের পাশ থেকে। ত্রিকা পড়ার নেশা তার প্রবল। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় খোঁজে দেশ-বিদেশের খবর। ন জানায়, তার চাচা ইউরোপে থাকেন। তাই সে সেখানকার খবর মনোযোগ দিয়ে পড়ে। ছাড়া বিজ্ঞানের পাতা, ধাঁধা চর্চা করে নিয়মিত। সে জানায়, প্রতিদিন হেঁটে এখানে াসে, বিনা পয়সায় বই ধার পাওয়া যায়, তার জন্য সহায়ক। আনিস আসেন যুব উন্নয়ন াকে। তিনি পত্রিকা পাঠ করেন চলমান রাজনীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জানতে।

প্রতিদিন আগমন ঘটে অনেক জ্ঞানপিপাসুর। স্বল্প সময়েই লাইব্রেরিটি সকলের প্রচেষ্টায় গিয়ে এসেছে অনেক দূর। এভাবে দিনে দিনে এগিয়ে যাবে আরও অনেক দূর। একদিন তন সেন পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিটি বিষয়ের পুস্তক, জার্নাল, চিত্র, শিল্প ও ডকুমেন্টেশনে